দৈনিক জনকণ্ঠ

৪/১১/২০০৭

তারিখ ... পৃষ্ঠা ১ ... কলাম ৬

রাতের আঁধারে বঙ্গবন্ধু মেডিক্যালের সাইনবোর্ড গায়েব!

স্টাফ রিপোর্টার ॥ শুক্রবার রাতের অন্ধকারে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল সাইনবোর্ড ও সকল পরিচয় চিহ্ন অপসারণ বা মুছে ফেলা হয়েছে। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানায়, একদল সশস্ত্র যুবক ক্যাম্পাসে কর্মরত সিকিউরিটি গার্ডদের আটক রেখে প্রধান ফটকসহ ৩টি সাইনবোর্ড খুলে ফেলে। করিডর ও বিভিন্ন স্থানে লেখা 'বঙ্গবন্ধু' শব্দটি চুনকালি দিয়ে মুছে দেয়।

বিশ্ববিদ্যালয়ের ডেপুটি সুপার ঘটনার সত্যতা স্বীকার করে বলেন, রাত প্রায় ২টার দিকে তিন-চারটি মাইক্রোবাসে করে একদল সশস্ত্র যুবক বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে প্রবেশ করে। তারা কর্তব্যরত ওয়ার্ড মাস্টার জহিরুল ইসলাম ও সিকিউরিটির সুপারভাইজার বেলালসহ গার্ডদের অস্ত্র উঁচিয়ে আটকে রাখে। হাসপাতালের সুপারিনটেনডেন্ট মজিবুর রহমান ভূঁইয়া বলেছেন, কর্তৃপক্ষের নির্দেশে অপরাধীদের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা হয়েছে। রমনা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মোজাম্মেল হোসেন বলেছেন, হামলাকারী ও সাইনবোর্ড খুলে নেয়া দুর্বৃত্তদের শনাক্ত করা হয়েছে। অচিরেই অপরাধীদের গ্রেফতার করা হবে বলে তিনি জানান।

শনিবার হাসপাতালের অপসারিত সাইনবোর্ড ও বিভিন্ন স্থানে চুনকালি দিয়ে মুছে ফেলা বিভিন্ন পরিচয় চিহ্ন

(২ পৃষ্ঠা ১-এর কঃ দেখুন)

রাতের আঁধারে

(প্রথম পাতার পর)

দেখে বিস্মিত হন চিকিৎসক ও রোগীরা। উল্লেখ্য, বর্তমান সরকার ক্ষমতা গ্রহণের দু'দিন পর বিশ্ববিদ্যালয়ের সরকারী তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারীদের হাতে এর ভাইস চ্যান্সেলর ও বিখ্যাত চিকিৎসক প্রফেসর মাহমুদ হাসান লাঞ্ছিত হন। তার পর থেকে গোটা বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনে এক অচলাবস্থা বিরাজ করছে। বিরাজ করছে এক অস্বস্তিকর পরিস্থিতি। পর্যবেক্ষকরা জানান, সরকারের, প্রশাসনের ও সরকার সমর্থক চিকিৎসকদের প্রচ্ছন্ন মদদে প্রশ্রয় পেয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের একশ্রেণীর তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারী প্রতিদিন যে অরাজকতা ও ঔদ্ধত্যের পরিচয় দিয়ে চলেছে তার সর্বশেষ প্রকাশ ঘটেছে শুক্রবার রাতের অন্ধকারে প্রতিষ্ঠানটির সাইনবোর্ডসহ সকল পরিচয় চিহ্ন মুছে ফেলার মাধ্যমে। মাত্র ৫০০ তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারীর হাতে জিম্মি হয়ে আছে মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসন ও চিকিৎসা ব্যবস্থা। মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয় ও হাসপাতালকে সাবেক আইপিজিএমআর-এ পুনরায় রূপান্তরিত করার হাস্যকর দাবিতে এ সরকার ক্ষমতা গ্রহণের পর থেকে একশ্রেণীর কর্মচারী প্রতিষ্ঠানটিতে এক অরাজক অবস্থার সৃষ্টি করেছে। প্রতিদিনই শান্তি ও শৃঙ্খলা বিনষ্টের কোন না কোন অপকর্ম এরা করে চলেছে। বঙ্গবন্ধু মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্ভূত পরিস্থিতি সম্পর্কে সরকারকে জ্ঞাত করানো এবং স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ে তিন তিন জন মন্ত্রী থাকা সত্ত্বেও প্রতিষ্ঠানটিতে নৈরাজ্যের প্রশ্রয় দিয়ে চলেছে সরকার।

পর্যবেক্ষকরা মনে করেন, অবিলম্বে যথোপযুক্ত পদক্ষেপ না নিলে এ নৈরাজ্যের কুপ্রভাব প্রতিফলিত হবে সমাজজীবনের অন্যান্য ক্ষেত্রেও।

বিএমএর নিন্দা

শনিবার রাতে চিকিৎসকদের প্রধান সংগঠন বাংলাদেশ মেডিক্যাল এ্যাসোসিয়েশনের (বিএমএ) সভাপতি প্রফেসর ডা. রশিদ ই মাহবুব ও সাধারণ সম্পাদক ডা. মোস্তফা জালাল মহিউদ্দিন এক যুক্ত বিবৃতিতে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ে সাইনবোর্ড খুলে ফেলার ঘটনার তীব্র নিন্দা জানিয়ে বলেছেন, প্রতিষ্ঠানটির ভিসি ও প্রো-ভিসিকে জোরপূর্বক আদেশ প্রদান, সিন্ডিকেট বৈঠক বাতিল ও সাইনবোর্ড খুলে ফেলা প্রভৃতির মাধ্যমে নৈরাজ্য সৃষ্টি করা হচ্ছে। দেশের একমাত্র মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে চলা উচিত বলে আমরা মনে করি।